বি ষ য় : হি ং সা

হানা আরেন্ট

প্রস্তাবনা, অনুবাদ ও অন্ত্যপরিচ্ছেদ

অনিরুদ্ধ রাহা

অনুষ্টুপ প্রকাশনী

২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূ চি প ত্র

প্রস্তাবনা

হানা আরেন্ট: সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১১
হানা আরেন্ট কি আজও প্রাসঙ্গিক? ১৫

সম্পূর্ণ অনুবাদ

বি ষ য় : হি ং সা (On Violence)—হানা আরেন্ট

প্রথম অধ্যায় ২৭
দ্বিতীয় অধ্যায় ৫২
তৃতীয় অধ্যায় ৭৩

হানা আরেন্ট লিখিত পরিশিষ্ট ১০১

অন্ত্যপরিচ্ছেদ

দর্শন কি সর্বসাধারণের? ১২৫
ব্যক্তির অনুভবই হানা আরেন্ট-এর দর্শনের উপজীব্য ১২৮
হানা আরেন্ট-এর দর্শন ও নারীবাদী আন্দোলন ১৩১
সহিংসতার চলচ্চিত্র - ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে বনহংস-বনহংসী ১৩৪
কতো রক্ত ঝরেছে প্যালেস্টাইনের পথে পথে? ১৩৮
মানুষ নশ্বর, মানবীয় সহিংসতা অবিনশ্বর কেন? ১৪১

পাঠ কৃতজ্ঞতা ১৪৫

হানা আরেন্ট : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১৪ অক্টোবর ১৯০৬, হানা আরেন্ট হ্যানোভার-এ একটি জার্মান-ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক জীবন সাধারণভাবে ইহুদি ধর্মীয় বিশ্বাস বা রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না। কিন্তু জার্মানিতে হিটলারের উত্থান ও ইহুদি-বিদ্বেষের প্রেক্ষিতে তিনি ব্যক্তিজীবনে ধর্মনিরপেক্ষ থাকলেও, তাঁর ইহুদি পরিচয় চিহ্নিত হয়ে ওঠে। এ-কথার স্বপক্ষে আলোচনার আগে আমরা তাঁর ছাত্রজীবন সম্পর্কে জেনে নিতে পারি।

১৯২৪ সালে, উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করার পর, তিনি মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। মারবার্গ-এ দার্শনিক হাইডেগার-এর ছাত্রী হিসেবে এক বছর পড়াশোনা করার পর, তিনি ফ্রাইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। সেখানে তিনি দার্শনিক ও গণিতবিদ এডমন্ড হাসের্ল-এর কাছে, একটি অ্যাকাডেমিক সেমেস্টার পড়াশোনা করেন। ১৯২৬ সালে তিনি মনোরোগ চিকিৎসক ও দার্শনিক কার্ল জ্যাসপার্সের কাছে পড়াশোনা করার জন্য হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ১৯২৯ সালে জ্যাসপার্সের তত্ত্বাবধানে তিনি ডক্টরেট গবেষণা সম্পন্ন করেন।

হানা আরেন্ট-এর ইহুদি পরিচয়-সচেতন হয়ে ওঠার স্বপক্ষে আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস' থেকে প্রকাশিত 'হানা আরেন্ট পেপারস'। এই গবেষণাপত্র থেকে জানা যায়, ১৯৬৩ সালে হানা বলেছিলেন যে তিনি "অনেক বছর ধরে, অথবা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ত্রিশ বছর ধরে, মন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলেন"।

১৯৬৩ তে এই বক্তব্যের প্রেক্ষিত ছিল, ১৯৩৩-এর জার্মানি। বার্লিন-এ জার্মান পার্লামেন্ট, রাইখস্ট্যাগ, পুড়িয়ে ফেলার পরে, নাৎসিরা হাজার হাজার কমিউনিস্ট, ইহুদি এবং নাৎসি বিরোধীদের অবৈধভাবে গ্রেপ্তার করে। আদতে সম্পূর্ণ নির্দোষদের, গ্রেপ্তার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বা গেস্টাপোর 'সেলার'-এ নিয়ে যাওয়া হত এবং এই নির্দোষ গ্রেপ্তার হওয়া মানুষগুলিকে তেমন আচরণের শিকার হতে হতো, আরেন্ট যাকে "মনস্ট্রাস" আচরণ বলেছিলেন। অ্যাডলফ হিটলার-এর মাইন কাম্ফ পড়লে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধিতা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার পরে, হিটলার তাঁর ইহুদি-বিদ্বেষ নীতিগতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ নাৎসি শক্তির সুসংহতকরণের সাথে সাথে ইহুদি-বিদ্বেষ শুধুমাত্র একটি সামাজিক কুসংস্কার হিসেবে না থেকে, রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠে পরিকল্পিত হয় যে, জার্মানিকে জুডেনরেইন করা হবে। ইহুদি-মুক্ত করার প্রথম ধাপ হবে, ইহুদিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদায় অবনমন করে, তারপর তাদের নাগরিকত্ব সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে, তাদের নির্বাসন দিয়ে এবং অবশেষে তাদের হত্যা করে জার্মানিকে "শুদ্ধ" করা হবে।

হানা বলেছিলেন যে, জার্মানির জনজীবনে এমন একটি মুহূর্ত থেকে তিনি "দায়িত্ব বোধ করছেন"। কিন্তু ঠিক কী জন্যে দায়িত্ব বোধ করছিলেন তিনি?

হানা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, অন্য অনেকের মতো তিনি আর "কেবলমাত্র একজন প্রত্যক্ষদর্শী" থাকতে পারবেন না বরং তাঁর নিজের কণ্ঠে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্মভূমিতে বেড়ে চলা অপরাধের বিরুদ্ধে সাড়া দিতে হবে। হানা বলেন, "যদি কেউ একজন ইহুদি হিসেবে আক্রান্ত হয়, তাহলে তাকে একজন ইহুদি হিসেবেই নিজেকে রক্ষা করতে হবে। একজন জার্মান হিসেবে নয়, একজন বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে নয়, মানুষের অধিকারের সমর্থক হিসেবে নয়"। হানা আরেন্ট-এর এই বক্তব্য *Essays in Understanding, 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism* বইটিতেও উল্লেখ আছে। বক্তব্যটি কি আধুনিক অর্থে আইডেন্টিটি পলিটিক্স নয়?

জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার ক্ষমতায় আসার ফলে ১৯৩৩ সালে তিনি নাৎসি জার্মানি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন এবং পরবর্তিকালে প্রাগ এবং জেনেভায় সংক্ষিপ্ত সময় কাটানোর পর, প্যারি-তে চলে যান। প্যারি-তে ছয় বছর (১৯৩৩-৩৯) তিনি বেশ কয়েকটি ইহুদি শরণার্থী সংস্থার হয়ে কাজ করেন। প্যারি থাকাকালীন তিনি ইহুদী-জার্মান লেখক রাহেল ভার্নহাগেন (১৭৭১—১৮৩৩), যিনি ইউরোপ-এ ফরাসি সাহিত্য এবং দার্শনিক আন্দোলনের একটি কেন্দ্র (সালোন) প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর জীবনী নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। যদিও রাজনৈতিক কারণে হানা আরেন্ট বারংবার দেশ পরিবর্তন করতে বাধ্য হওয়ায়, ইহুদীদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে অসামান্য গবেষণা সমৃদ্ধ *Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess* বইটা ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪১ সালে তিনি ফ্রান্স ছেড়ে নিউ ইয়র্কে চলে যেতে বাধ্য হন। নিউ ইয়র্কে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন 'জন রীড ক্লাব অফ নিউ ইয়র্ক' দ্বারা প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন, 'পার্টিসান রিভিউ' জার্নাল-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বামপন্থী লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রভাবশালী চক্রের অংশ হয়ে ওঠেন। হানা এই পত্রিকাটির সঙ্গে ১৯৪১ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৯৫৩ সাল থেকে পত্রিকাটির চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সমস্যা শুরু হয় এবং ৫০-এর দশকের শেষ থেকে ৬০-এর দশকের মধ্যে কোনো একটি সময়ে এই বামপন্থী পত্রিকাটি, বৈদেশিক বিষয়ে মার্কিন বেসামরিক গোয়েন্দা পরিষেবা, সি আই এ-র ফ্রন্ট অর্গানাইজেশন 'আমেরিকান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডম'-এর কাছ থেকে ২৫০০ মার্কিন ডলার অর্থসাহায্য পেয়েছিল।

হানা আরেন্ট মার্কিন অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। তাঁর তত্ত্বে তিনি সর্বগ্রাসীতাবাদকে মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি ধারাবাহিক ও ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি মনে করেন এর মূলে আছে বর্ণবাদী বর্জননীতি, পুঁজিবাদী লোভ এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রকল্প। হানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপরে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রিন্সটন, বার্কলে এবং শিকাগো সহ বেশ কয়েকটি